মধুবনি—সীতা দেবীর আঁকা

আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি—অনন্তের জন্য অভিযান

অরূপ বসু

(সম্পাদক)

সেবার এক অদ্ভুত আখ্যান শুনেছিলাম নৃ-তাত্ত্বিক কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের কাছে। মথুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল নৃ-বিজ্ঞানী দিল্লীতে তাদের এক অদ্ভুত আবিষ্কারের কাহিনী শুনিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিকদের সম্মেলনে। সন্দেহ নেই তা থেকে বোঝা যায় এদেশের লোকবিজ্ঞান কতটা গভীর, অতলস্পর্শ।

এবার কাহিনীটা শুনাই। উত্তরপ্রদেশে আজও যাযাবর শ্রেণীর একদল মানুষ আছেন যাদের সঙ্গী খাঁচা ভর্তি ঘুঘু জাতীয় এক ঝাঁক পাখি। আজ আর এই পাখিগুলোর তেমন কোন কাজ নেই তাদের; খাওয়াতে, লালন করতে যে খরচ হয় তাতেই তারা এই যাযাবর মানুষদের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবু তারা এই বোঝা বয়ে বেড়ায় কেন? প্রথা, পরম্পরা, পূর্বপুরুষদের দেখানো পথে চলা। এই যাযাবর উপজাতির লোকেরা একদা মুঘল বাদশার সেনানীদের সঙ্গে ঘুরে বেড়াত। সঙ্গে থাকত এই পাখির ঝাঁক। সেটা সমরখন্দ থেকে বাবরের ভারত অভিযানের সময় থেকেই কি? গবেষণা চলছে। মুঘল সেনার সঙ্গে থাকত একদল অস্ত্র কারিগর। তখনো ইস্পাতের ব্যবসার শুরু হয়নি। লোহার অস্ত্রে যাতে জং ধরে না যায় তার

জন্য লোহার দানা বিশেষ প্রক্রিয়ায় তৈরি করা হত। লোহার দানার সঙ্গে শস্য দানা মিশিয়ে এই যাযাবর পাখিকে খাইয়ে দেওয়া হত। পাখির বিষ্ঠার সঙ্গে লোহার দানা বেরিয়ে আসত। সেই লোহার দানা দিয়ে অস্ত্র তৈরি করলে তাতে জং ধরত না।

কাঞ্চনবাবু পরামর্শ দেন আদিবাসী ও লোকবিজ্ঞান নিয়ে 'বারণরেখা'র একটি সংখ্যা করতে।

এটাতো ঘটনা, ওর‍্যাল সায়েন্স, ওরাল হিসট্রি, ওর‍্যাল লিটারেচার এখন ঐতিহাসিক, গবেষকরা মেনে নিতে, গ্রহণ করতে শুরু করেছেন। সুকুমারী ভট্টাচার্যের কাছে শুনেছিলাম রাস্তা এবং রথ মহাভারতের কালের আগেই এসে গেছে। তিনি একটি সংস্কৃত শ্লোক ব্যাখ্যা করে খুব সুন্দর ভাবে বুঝিয়ে ছিলেন। 'রথ' এই ধারণাটার জন্ম কোথায়। রাস্তা দিয়ে যা চলে সেটাই রথ কিংবা রথ যেখান দিয়ে যায় সেটাই রাস্তা। সুনীতি কুমার পাঠকের কাছে শুনেছি লোক কাহিনীর জন্ম কোথায়। মানুষ যেদিন খাদ্যের প্রয়োজনে শিকার কিংবা আরণ্যক ফলফলারির উপর নির্ভরতা কমিয়ে কৃষির উপর নির্ভরতা বাড়ালো সেদিন থেকে। সূর্য ডুবলেই নিবিড় আঁধার নামতো চরাচরে। চাঁদ উঠলে তবু একটু আলো নইলে পুরোটাই অন্ধকার। এত বড় রাত শুধু ঘুমিয়ে তো সময় কাটে না। তাই একে অপরকে গল্প শোনাতো। সেদিন থেকে লোক কাহিনীর জন্ম। তাহলে দেখা যাচ্ছে আদিবাসীদের সঙ্গে লোক কাহিনী, লোক বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্কন চিত্রের এক নিবিড় সম্পর্ক আছে। তা বলে আদিবাসী সংস্কৃতি এবং লোকসংস্কৃতি এক নয়। সম্পর্ক থাকলেও দুটো ধারা ভিন্ন পথের।

ঠিক হল আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতির দীর্ঘযাত্রা পথের খানিকটা দুই মলাটের মধ্যে ধরা হবে। এর আগে যেমন গবেষণা কিংবা অপ্রচলিত ভ্রমণ, সুকুমারী ভট্টাচার্যের জীবন ও জিজ্ঞাসা কিংবা অরণ্যের নানা দিক নিয়ে 'বারণরেখা'র বিশেষ সংখ্যা বেড়িয়ে ছিল এবার তেমনি আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি নিয়ে। মানে এই ধারণাটা প্রাচীন ভারত থেকে আজও পর্যন্ত কতটা প্রাণবন্ত, বিজ্ঞানে, সাহিত্যে, অঙ্কন চিত্রে, ভাস্কর্যে, সঙ্গীতে, ভাষায়, গ্রামীণ ও নগর সভ্যতায় ছড়িয়ে আছে, জড়িয়ে আছে—তা ধরে রাখাই এই সংকলনের লক্ষ্য। বনপর্বের পর এই সংখ্যাটির নাম তাই 'আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি'।

এই সংখ্যার কাজ প্রায় বছরখানেক ধরে হয়েছে। এর মাঝে প্রতি বছরের মতো এবারও সুকুমারী ভট্টাচার্যের স্মরণে একটি স্মারক আলোচনা হয়। বিষয় ছিল 'আদিবাসী ও আধুনিকতা'। সাঁওতাল, কোল, মুণ্ডারা আফ্রিকা থেকে এদেশে এসেছিলেন প্রায় পঁয়ষট্টি হাজার বছর আগে। আর আর্য ও দ্রাবিড়েরা এসেছিলেন মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে। বয়সে যারা ষাট হাজার বছরের বড় তাদেরকে আর্য কিংবা দ্রাবিড়েরা যা শেখাতে চেয়েছিল সেটাই কি আধুনিকতা। নৃ-তাত্ত্বিক কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের

দুর্দান্ত সেই ভাষণ এখানে লিপিবদ্ধ। সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার প্রাপক লেখক ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য বিশেষজ্ঞ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী সেদিন ঘণ্টাখানেক ধরে ব্যাখ্যা করেছিলেন হাজার হাজার বছর ধরে ভারতের প্রাচীন ও নবীন জনজাতির মধ্যে ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণ কিভাবে ঘটে চলেছে। কিভাবে নিষাদ, কিরাত কিংবা সমস্ত ম্লেচ্ছ জনজাতি আর্য, অনার্যের কাজে লেগেছে, কাছে এসেছে। এখানে সেই দুর্লভ ভাষণের লিপিরূপ আছে। আরো আছে তার আরেকটি স্বতন্ত্র লেখা—'ম্লেচ্ছ'। এই ম্লেচ্ছ লেখাটি পরবর্তীকালে তাঁর বিশাল গবেষণা গ্রন্থ 'পুরাণ কোষে'র অংশ হতে চলেছে।

সৌমেন সেন খ্যাতনামা নৃ-তাত্ত্বিক। কর্ম জীবনের বেশির ভাগ সময় কাটিয়েছেন উত্তরপূর্ব ভারতে বিশেষ করে নেফা কিংবা অরুণাচল প্রদেশে। আজও এখানকার বিভিন্ন প্রাচীন জনজাতির নিজস্ব কোন লিপি নেই। এই অঞ্চলের মানুষ ও সংস্কৃতির কাছে পশ্চিমী আধুনিকতা কিভাবে এসেছে, তার গ্রহণ বর্জন ধরা দিয়েছে তাঁর আলোচনায়। সত্যব্রত চক্রবর্তী এশিয়াটিক সোসাইটির কর্মধার। নৃ-তাত্ত্বিক জীবনের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে এমন কিছু প্রশ্ন তুললেন যা যে কোন ভারতবাসীর শিকড় ধরে টান দিয়েছে।

চীন, তিব্বতে, গেসর কাহিনীর প্রচলন আছে। এই লোককাহিনী ভারতের রামায়ণের সমসাময়িক। কাহিনী বিন্যাসে কিরকম মিল আছে তা দেখিয়েছেন প্রাচীন ভারত ও তিব্বতী ভাষার বিশারদ সুনীতি কুমার পাঠক। তিনি মনে করেন জাতকের কাহিনীর শুরু বৌদ্ধের জন্মের অনেক আগেই। ভারতের তো বটেই বিশ্বের সেরা লোক কাহিনী এই জাতক। তাঁরই উৎসাহে গবেষিকা রুমকি মণ্ডল পালি ভাষার সূত্র ধরে জাতক নিয়ে লিখেছেন। কালিদাসকে শুধু মেঘদূতের মধ্যে ধরে রাখলে বড় ভুল হবে। বর্হিভারতের নানা লোক কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র এই কালিদাস। প্রাচীন ভারতীয় ভাষা বিশারদ কল্পিকা মুখোপাধ্যায় সেটা লিখেছেন। বাঙ্গালী মুসলিম সমাজকে লোকসংস্কৃতি থেকে আলাদা করা যায় না। সেই লোকসংস্কৃতির প্রায় হেঁসেলে ঢুকে গিয়ে টাটকা ঘ্রাণ নিয়ে এসেছেন মীরাতুন নাহার। শুনিয়েছেন ধুয়া, সারি, জারি, পীর, তরজা, লেটো। গানের কথা উঠল বলেই সুখ বিলাস বর্মার নামটা এসে গেল। লোকগান, আদিবাসীদের গান গলায় নিয়ে তিনি আমাদের নিয়ে গেছেন অরণ্যপ্রান্তের পল্লী থেকে আরো গভীরে।

মানুষের প্রথম গৃহ গুহা। গুহা গাত্রে আঁকা ছবি তার প্রথম ভাষা, লিপি প্রাচীন মানুষের সেই চিত্র ভাষার অভ্যাস কখনো সাঁওতালীদের ছেড়ে যায়নি। সাঁওতালীদের দেয়াল-চিত্রণে সেটাই ব্যাখ্যা করেছেন অনির্বাণ মান্না। অঙ্কনচিত্রের ইতিহাস বিষয়ক গবেষক প্রশান্ত দাঁ সেটাই দেখিয়েছেন অন্যভাবে। গোটা বিশ্বজুড়েই আধুনিক শিল্পীরা

আদিবাসী বিভিন্ন জনজাতি শিল্প রীতির কাছে কিভাবে ঋণী সেটা দেখিয়েছেন প্রশান্ত দাঁ। লৌকিক রূপের সারল্য প্রত্নপ্রস্তর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কিভাবে শিল্পীদের টানে সেটা শুধু বলেননি বোঝানোর জন্য এই বইয়ে তুলিও ধরেছেন শিল্পী দেবব্রত চক্রবর্তী।

বাংলা লোকগানের এক বিশেষ রীতি 'ধামাইল' বাউল গানে যেমন লালন ফকির, ভাওয়াইয়াতে যেমন আবাসউদ্দিন, ধামাইল গানে তেমনি কবি রাধারমণ। লোকসংস্কৃতি বিশারদ বরুণ কুমার চক্রবর্তী সেই রাধারমণকে চিনিয়েছেন। এই রাধারমণ কৃষ্ণলীলাকেও লোকগানের মধ্যে এনেছিলেন। যেমন—অনির্বাণ মান্না দেখিয়েছেন সাঁওতালী গানের মধ্যে তাদের দেয়ালচিত্রে ছাপ কতটা।

বাংলাদেশের পুঠিয়ায় টেরাকোটা মন্দিরে দেখার মতো। এর সঙ্গে লোকসংস্কৃতির একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে। সেই সম্পর্কটাকে সরাসরি তুলে এনেছেন সুজয় কুমার মণ্ডল।

বাংলাসাহিত্যে বিশেষ করে তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, অদ্বৈত মল্লবর্মন, মহাশ্বেতা দেবী—এঁদের লেখায় নিম্নবর্গের মানুষ ও তার জীবন নানাভাবে এসেছে। এই ব্যাপারটাই তুলে ধরেছেন গবেষক বিদিশা বসু, শুভেন্দু জানা। হাসনারা খাতুন, তপন বর।

অবজ্ঞা না করে বোঝা উচিত ফোক-মেডিসিনই গোটা দুনিয়ার সব ধরনের চিকিৎসা বিজ্ঞানের নাভিমূলে আছে। তা নিয়ে চিকিৎসক জয়ন্ত ভট্টাচার্যের লেখাটি এক কথায় আস্ত একটি গবেষণাপত্র। ভাষা ও শব্দ একটা ব্যাপার। নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী যেমন দেখিয়েছেন শার্দূল, সিঁদুরের মতো ম্লেচ্ছদের শব্দ সংস্কৃতে ঢুকে গেছে। তেমনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অফ ল্যাঙ্গোয়েজের অধ্যাপক মহীদাস ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন শব্দের চলাচল অনার্য থেকে আর্যে। বলেছেন—নিত্য ঠাকুরঘরে সংস্কৃত শব্দে মন্ত্র বলতে বলতে ভুলেই গিয়েছি 'পূজা' শব্দটাই সংস্কৃতের নয়। 'ময়ূরের' নৃত্যে কালিদাসও মুগ্ধ। সেটা আর্যামির বাইরে। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—বিলেত থেকে নতুন করে আর্য শব্দের আমদানি হয়েছিল...নব্য হিন্দুয়ানির দলে বিজ্ঞানের আর ইতিহাসের বদহজমের ফলে একটা নতুন গোঁড়ামি এসে আমাদের ঘাড়ে চেপেছে, সেটার নাম হচ্ছে আর্যামি। দার্শনিক অধ্যাপক গঙ্গাধর কর লিখেছেন পশ্চাতে রেখেছি যারে। ঠিকই বলেছেন—আদিবাসীরাই অরণ্যকে সঠিকভাবে চেনে অথচ তাদের বাদ দিয়েই অরণ্য আইন তৈরি হয়। এই আইন কিভাবে আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতিকে রক্ষার নামে ধ্বংস করতে সাহায্য করে তা দেখিয়েছেন—বিচারপতি প্রতাপকুমার রায়। বেদ বিশেষজ্ঞ দীপক ভট্টাচার্য। বেদের বিভিন্ন অধ্যায় থেকে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র এক দীর্ঘ অভিযান সেখানে আদিবাসী ও অরণ্যের প্রতি আর্যদের ভালোবাসা ও বৈরীতার ছবি এঁকেছেন তিনি। আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি গবেষণায়

সুহৃদকুমার ভৌমিক একটি মাইল ফলক। তিনি দেখিয়েছেন বাঙালীর যাপিত জীবনে ব্যবহৃত শব্দে সাঁওতাল, কোলদের কতটা মিল। সুনীতিকুমার তো বলেছিলেন—বাংলা ভাষার আবির্ভাবের আগে এদেশের লোক কোল ভাষাতেই কথা বলত। সুহৃদবাবু লিখেছেন—বাঙ্গালীর ঘরে বঁধূর সিঁথিতে সিঁদুর কোল ও সাঁওতাল সমাজ থেকে এসেছে। লোকসংস্কৃতি চর্চায়, গবেষণায় সুধীর চক্রবর্তী ইতিমধ্যেই কিংবদন্তী। তাঁর 'দিন দুপুরে চাঁদ উঠেছে' একটি আস্ত গবেষণা পত্র। বলেছেন—বাউল ফকিরদের সঙ্গে বহুদিন মেলামেশা করবার পরে যখন তারা সচ্ছন্দে দুই-একটি কথা বললেন তখন জানলাম কথার চেয়ে নিস্কথার গুরুত্ব অনেক বেশি।

অধ্যাপক উদয়কুমার চক্রবর্তী শেরপা জনজাতি নিয়ে লিখেছেন—তাদের জন্ম-বিবাহ, গান-জীবন-মৃত্যু। বাংলায় শেরপাদের নিয়ে এরকম লেখা নেই বললেই হয়। তেমনি অধ্যাপক সৌমেন দাস লিখেছেন—লেপচাদের লোকপুরাণ নিয়ে। আদিম লেপচা সমাজে সূর্য ও চাঁদের উৎপত্তি। বাদুড়ের শরীরের অদ্ভূত গঠন, যুদ্ধ-খাদ্য সবশেষে লেপচা জনজাতির জন্ম বৃত্তান্ত। সাঁওতাল মানে সস্তার শ্রম। গত শতাব্দীর গোড়ায় একদা বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদে চাক্ষুষ করেছেন মণিকা বসু। সাঁওতালদের নিয়ে তুচ্ছতাচ্ছিল্য কতটা তা দেখিয়েছেন পরিমল হাঁসদা। পুরুলিয়া মানভূমের 'চর্যাপদ', চাঁচরগীতি। কিরীটি মাহাতো তার দীর্ঘ গবেষণাপত্র এই চাঁচরদের নিয়ে।

সঙ্গীতের একটা বড় জায়গা বাদ্যযন্ত্র। বীণা, সরোদ, সেতার, তবলা, পাখোয়াজ—কিভাবে নানা বাদ্যযন্ত্র উপজাতিদের কাছ থেকে আজকের আধুনিক চেহারা নিয়েছে তা সেতারবাদক অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় ও ভারতীয় মানববিজ্ঞান সর্বেক্ষণের প্রাক্তন অধিকারী জয়ন্ত সরকার-এর রচনায়। আন্দামানে দীর্ঘদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা তার মতো করে জারোয়াদের কথা খুব কম লোকই বলতে পারে। এখানে তিনি সেসব বলেছেন। কানাই কুণ্ডু যত বড় লেখক তার চেয়ে বড় অভিযাত্রী। জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন ভারতের বিভিন্ন অরণ্যে।

উপজাতিদের আদি বাসভূমি—'কিন্নর দেশ' তাঁর সেরকম একটি অভিজ্ঞতার ফসল। লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশাসক হিসাবে আদিবাসী অঞ্চলে দীর্ঘদিনের কাজ করার অভিজ্ঞতা। আদিবাসী সংস্কৃতি ধরে রাখার জন্য তাঁর এখানে আকুতি। সৌমেন সেনের ভাষণে শুনেছি অরুণাচলের কথা। এখানে আরেকটি লেখায় জয়ন্তিয়াদের কথা। ধুর্জটিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি চর্চার জন্য জীবনের অনেক কিছুই ত্যাগ করেছেন, পেয়েছেন আদিবাসী চর্চায় অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতা। তাই কিছুটা ভাগ দিয়েছেন আমাদের। জোরের সঙ্গে বলেছেন—যুদ্ধই যে সভ্যতার সবচেয়ে প্রধান আঙ্গিক এমনটা ভারতের আদিবাসী সমাজ জানতো

না। তাই তোড়জোড় করে ইতিহাস লেখাটাও ভারতীয়দের হয়ে ওঠেনি। প্রাচীন ভারতে উপজাতি ও উপজাতীয় সংস্কৃতি একটি দারুণ মূল্যায়ণ করেছেন বিজয়া গোস্বামী। বলেছেন—রামায়ণের বানরেরা গাছে চড়া বাঁদর নয়। এরা অরণ্যবাসী উপজাতি। বানর মানে—'বান-নর'—বনবাসী মানুষ। এই শব্দে 'Haplology' ফলে 'ন' লোপ পেয়েছে। যারা আর্য, উচ্চবর্ণ তারা শীর্ষে। যারা নিজেদের দেশে আদিবাসী তারা আজও অবহেলিত।

অনন্যা বড়ুয়া ভাদু গানে আসল প্রেক্ষিত, লোকবাদ্যের আসল জগৎ চিনিয়েছেন তার দুটি লেখায়।

সৌরীন ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক উন্নয়নও কোন সমাজে উপজাতি গোষ্ঠীর প্রতি নিদারুণ নির্যাতন বন্ধ করতে পারে না। একসময় শহরের বুকেও 'মুসকিল আসান' আসতো। জীবনের নানা দিক বিশেষ করে মাছের নানা কথা ধাঁধাঁয় ধরা থাকত। সেসবই আছে এ-বইতে। অরণ্য ভাঙ্গতে ভাঙ্গতে ছোট হয়েছে। লোকসংস্কৃতি খাটো হতে হতে পশ্চিমী পণ্যে ঢুকে গেছে। আদিবাসী পিছোতে পিছোতে পরের দয়ায় সংরক্ষণের জীব হয়েছে। কত কথা, কত কাহিনী, নানা ভাবনা। প্রতিটি লেখাই আস্ত গবেষণাপত্র। পাঠক বন্ধুদের কাজে লাগবে এই বিশ্বাস নিয়ে এই গ্রন্থ। থুড়ি—লিট্‌ল ম্যাগাজিন।

অযোধ্যা পাহাড়ের মাথায় আদিবাসী গ্রাম । ছবি : অরূপ বসু